প্রথম আলো বাংলাদেশ

মূল সেতু নির্মাণকাজের উদ্বোধন

স্বপ্নের সেতু ঘিরে উচ্ছ্বাস

শরিফুল হাসান, মাওয়া (মুন্সিগঞ্জ) থেকে ফিরে | আপডেট: ০৯:৪৫, ডিসেম্বর ১৩, ২০১৫ | প্রিন্ট সংস্করণ

চারপাশ থেকেই মানুষ আসছেন পিলপিল করে। লঞ্চে করে নদী পেরিয়ে, পায়ে হেঁটে—যে যেভাবে পারছেন, আসছেন। অনেকের হাতেই লাল-সবুজের জাতীয় পতাকা। কেউ কেউ ঢোল নিয়ে এসেছেন। বাজনার সঙ্গে গানও গাইছেন অনেকে। উচ্ছ্বাস-আনন্দে পরস্পরকে জড়িয়ে ধরতেও দেখা গেল অনেককে। সেই আনন্দে শামিল হয়েছেন পদ্মা বহুমুখী সেতু প্রকল্পের অনেক চীনা নাগরিকও।

পদ্মা সেতুর মূল পাইলিং ও নদীশাসনকাজের উদ্বোধন উপলক্ষে গতকাল শনিবার সকাল থেকে এমনই ছিল এপারে মুন্সিগঞ্জের মাওয়া এবং ওপারে শরীয়তপুরের জাজিরার চিত্র। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বেলা একটার দিকে সেতুর মূল কাজের উদ্বোধন করেন।

অনুষ্ঠানে কৃষিমন্ত্রী মতিয়া চৌধুরী, জনপ্রশাসনমন্ত্রী সৈয়দ আশরাফুল ইসলাম, সড়ক পরিবহন ও সেতুমন্ত্রী ওবায়দুল কাদের, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান কামাল, নৌপরিবহনমন্ত্রী শাজাহান খান, পানিসম্পদমন্ত্রী আনিসুল ইসলাম মাহমুদ, খাদ্যমন্ত্রী কামরুল ইসলাম, প্রধানমন্ত্রীর জনপ্রশাসন উপদেষ্টা এইচ টি ইমাম, প্রধানমন্ত্রীর অর্থ উপদেষ্টা মসিউর রহমান, সাবেক যোগাযোগমন্ত্রী সৈয়দ আবুল হোসেন, বিরোধীদলীয় নেতা রওশন এরশাদ, আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মাহবুব উল আলম হানিফসহ সাংসদ, রাজনীতিক, পুলিশ ও প্রশাসনের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা এবং সুশীল সমাজের প্রতিনিধিরা উপস্থিত ছিলেন।

২০১৮ সালের মধ্যে ৬ দশমিক ১৫ কিলোমিটার দীর্ঘ বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম এই সেতুর নির্মাণকাজ শেষ হওয়ার কথা। এই সেতু হয়ে গেলে ঢাকাসহ দেশের পূর্বাঞ্চলের সঙ্গে সরাসরি সড়কপথে যুক্ত হবে দক্ষিণ জনপদ। এই সেতুর ওপর দিয়ে ট্রেনও চলবে। এশিয়ান হাইওয়ের রুট হিসেবেও এই সেতু ব্যবহার করা হবে।

প্রধানমন্ত্রী গতকাল সেই স্বপ্নের কথাই শুনিয়েছেন পদ্মাপারের মানুষকে। তিনি বলেছেন, ‘এই সেতু হলে দক্ষিণাঞ্চলের মানুষের ভাগ্য বদলে যাবে। মানুষের আর্থিক উন্নয়ন হবে। কর্মসংস্থান হবে। নতুন স্যাটেলাইট শহর গড়ে উঠবে। পদ্মার দুই পারে শিল্পকারখানা প্রতিষ্ঠিত হবে। মানুষের দুঃখকষ্ট থাকবে না।’

শেখ হাসিনা